দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 SEP 1985
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

016

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব

এটা একটা সর্বজনবিদিত সত্য যে, আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে দরিদ্র ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশের স্থান সর্বনিম্নে। বাংলাদেশের এই লজ্জাকর অবস্থার কারণ হিসাবে সাধারণত এর সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ, জন বিস্ফোরণ এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবের কথা বলা হয়ে থাকে। সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যাধিক্য, এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব বাংলাদেশের অনগ্রসরতার পশ্চাতে অবশ্যই কারণ। তাতে সন্দেহ নেই। তবে সবচেয়ে বড়ো এবং মৌলিক যে কারণ এজন্যে দায়ী বলে মনে করি তা হলো শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের শোচনীয় পশ্চাদপদতা। শোচনীয় বলছি এই জন্যে যে, আজ যখন আমাদের অনেক অফিসে প্রতিষ্ঠানে সর্বাধুনিক কম্পিউটার যন্ত্রে কাজ চলছে, যখন আমাদের অনেক আবাসিক গৃহে অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক সরঞ্জামে পূর্ণ, তখনও আমাদের শিক্ষিতের হার মাত্র শতকরা ২২ জন। আর এই ২২ জনও শুধু কোন রকমে পড়তে জানা এবং নাম স্বাক্ষর করতে পারা শিক্ষিত। সত্যিকার শিক্ষিতের সংখ্যা আমাদের আরো কম। এর থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাদপদতার মাত্রাটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

বস্তুত শিক্ষাক্ষেত্রে এই ৭১ বা ৭৪ বছরের শোচনীয় পশ্চাদপদতাই আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনগ্রসরতার পেছনে প্রধান এবং মৌলিক কারণ। সুতরাং, আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতির যে আশা ও আকাংক্ষা প্রায়শঃ আমরা ব্যক্ত করে থাকি যথার্থই তা বাস্তবায়িত করতে হলে সর্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে দেশে শিক্ষার বিস্তার এবং উন্নয়নের দিকে। আর এ ক্ষেত্রেও সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি।

শিক্ষাকে সাধারণভাবে জাতির মেরুদন্ড বলা হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যান্য স্তরের শিক্ষা অপেক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই এ অভিধাটা বেশী করে প্রযোজ্য। তাই দেখা যায়, আধুনিক বিশ্বের অনেক দেশেই এই প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বাধুনিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সে সব দেশে করা হয়েছে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক। শিশুর ৫ থেকে শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা ধরা হয়। এ শিক্ষা সকল ছেলেমেয়ের জন্য প্রযোজ্য। তাই এ সার্বজনীন। আবার এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক। কারণ শিক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদের শাস্তি পেতে হবে। এ ধরনের সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার দাবী সকল দেশের সকল মানুষের। এবং জাতিসংঘ স্বীকৃত এ একটি মৌলিক অধিকারও।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার দাবী পাকিস্তান আমল থেকেই ওঠেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, প্রাথমিক শিক্ষা এদেশে সার্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক কোনটাও এখনো হয়নি। আর বস্তুত পক্ষে এটাই আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষিতের সংখ্যার নিম্ন হারের অন্যতম কারণ। পরিণামে যা দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির পথে একটা মৌলিক বাধা হয়ে আছে। কাজেই আজ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন ভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যে বিন্যাসে প্রাথমিক শিক্ষার থাকবে মৌলিক এবং সর্বাধিক গুরুত্ব। সংখ্যা এবং গুণগত উভয় দিক থেকেই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের অব্যাহত প্রচেষ্টা থাকতে হবে। ক্রমে এ শিক্ষাকে করে তুলতে হবে সার্বজনীন ও যথার্থ অর্থে বাধ্যতামূলক। একমাত্র তা হলেই শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাদপদতার লজ্জা ঘুচতে পারে—আর্থসামাজিক অগ্রগতির পথে আমাদের পদক্ষেপ হতে পারে নিশ্চিত।

—হাসান কবির